পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন জেলা ও দায়রা জজ মো. তাজুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে পিএইচডি (ডক্টর অব ফিলোসফি) ডিগ্রি অর্জন করেছেন বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মো. তাজুল ইসলাম। গত ১৩ আগস্ট ২০২৬ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ড. মো. তাজুল ইসলামের গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশে মান্ধাতা আমলের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা: বিকল্পের সন্ধানে’। গবেষণাটির ইংরেজি শিরোনাম ‘Archaic Quandary of Criminal Justice System in Bangladesh: Quest for the Alternative’।

গবেষণায় বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পুরোনো আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার বিকল্প ও সংস্কারের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত প্রায় দুই শতাব্দী পুরোনো আইনগুলোকে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক ‘বেস্ট প্র্যাকটিস’-এর সঙ্গে সমন্বয় করে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনার সম্ভাবনা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা-ভোসে) দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গবেষণাকর্মটির বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতার প্রশংসা করেন বলে জানা গেছে।

পিএইচডি অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় ড. মো. তাজুল ইসলাম মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে তাঁর শিক্ষক, গবেষক দল ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের কল্যাণ ও বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে কাজে লাগানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বর্তমানে ড. মো. তাজুল ইসলাম মেহেরপুর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর লেখা ‘সাংবিধানিক আইনের সহজপাঠ’, শিশু আইনবিষয়ক ‘Juvenile Delinquency in Bangladesh: Identifying the Causes with Prevention and Rehabilitation’ এবং ‘বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা: স্বাধীনতার ৫০ বছর’—এই তিনটি বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

শিশু আইনবিষয়ক তাঁর বইটি বিশ্বের নয়টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. মো. তাজুল ইসলাম বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী ফেরদৌসী আক্তার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ইংরেজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত। তাঁদের দুই কন্যা ও এক পুত্রসন্তান রয়েছে।

সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর বাবা আবুল হোসেন ছিলেন অধ্যাপক (অব.) এবং মা জামিলা বেগম ছিলেন গৃহিণী।

বিচারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে দেশের বিচারব্যবস্থার উন্নয়ন, মামলাজট নিরসন এবং বিচারপ্রার্থী মানুষের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যে প্রচেষ্টা ড. মো. তাজুল ইসলাম চালিয়ে যাচ্ছেন, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন তাঁর সেই পথচলাকে আরও সমৃদ্ধ ও বেগবান করবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

আলমডাঙ্গা মাধবপুর মডেল হাইস্কুল পরিদর্শনে রাজবাড়ী জেলা দায়রা জজ

আলমডাঙ্গা ডাউকি ইউনিয়নের “মাধবপুর মডেল হাই স্কুল” পরিদর্শন করেন লন্ডন প্রবাশী ব্যারিষ্টার জিল্লুর রহমান ও রাজবাড়ী জেলা দায়রা জর্জ মো:তহিদুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অত্র বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি মো: ছরোয়ার হোসেন।

অতিথিদের সামনে প্রধান শিক্ষক আশরাফ জাহান, আবেদ আলী স্কুলের কাগজ পত্র সহ বিভিন্ন সময়ের উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে তুলে ধরেন। মাধবপুর গ্রামের কৃতি সন্তান রাজবাড়ী জেলা দায়রা জর্জ তহিদুল ইসলাম বলেন, অত্র বিদ্যালয়ের সাথে আমার পিতামহ জড়িত ছিলেন, তিনি জমি দান করে স্কুল নির্মাণ করেছিলেন, আমরা তার সন্তান হিসেবে তার হাতে গড়া বিদ্যালয়টিকে ডিজিটালাইজ্ড মডেল হাইস্কুলে রুপান্তরিত করার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

তিনি আরো বলেন, আমার বড় ভাই এখানে শিক্ষকতা করেন, তার কাছ থেকে সব সময় স্কুলের খোজ খবর রাখি। আপনারা সকলে মিলে স্কুলটির উন্নয়ন কল্পে এগিয়ে আসলে আমরা সবাই মিলে গ্রামের স্কুলটির উন্নয়ন করবো ইনশাল্লাহ। এছাড়া তিনি দীর্ঘ আলোচনা, মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন।

ব্যারিষ্টার জিল্লুর রহমান বলেন, আপনারা সকলে মিলে এই স্কুলের জন্যে যেভাবে কাজ করছেন, তাতে আমি আশাবাদি স্কুলটি অত্র এলাকার মধ্যে সেরা স্কুলে রুপান্তরিত হবে। আমি যেখানেই থাকি আপনারা আমাকে স্বরণ করলে আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকবো। এর আগে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ তাদের দুজনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মো. মিল্টন হোসেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতি

জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের ২৫০ জন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ। এই পদোন্নতির তালিকায় মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মো. মিল্টন হোসেন স্থান পেয়েছেন। তিনি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (গ্রেড-২) হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে আজ বুধবার আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি

করে। একই সঙ্গে পদোন্নতিপ্রাপ্ত বিচারকদের নতুন কর্মস্থলে পদায়নও করা হয়েছে।

পদোন্নতির পর বিচারক মো. মিল্টন হোসেনের নতুন কর্মস্থল নির্ধারণ করা হয়েছে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, বরিশাল।

মেহেরপুরে হত্যা মামলায় তরুণের ১০ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামে মাহিন হত্যা মামলায় তার বন্ধু হাজ্জাজ বিন মানিককে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় প্রদান করেন। একই সঙ্গে আসামির ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মামলার অপর আসামী দণ্ডিতের মা হিরাজানকে বেখসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪ টার সময় স্থানীয় গ্রামের মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় মাহিনের ব্যাটে হাজ্জাজ বিন মানিকের সামান্য আঘাত লাগে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মাহিনের ব্যাট কেড়ে নিয়ে মাথায় আঘাত করে মানিক। মাহিনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া মেডিক্যালে অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। সেখানে ৭ দিন চিকিৎসার পর ১৬ ফেব্রুয়ারি মারা যায় মাহিন। এ ঘটনায় নিহত মাহিনের মামা মাহাবুব হোসেন বাদী হয়ে হাজ্জাজ বিন মানিক ও তার মা হিরাজানকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত শেষে সদর থানার এসআই মেজবাহ উর দারাইন আদালতে চার্জশীট প্রদান করেন। পরে মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তর হলে সিআইডির উপপরিদর্শক হাসান ইমাম তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগ দাখিল

করেন।

মামলায় সরকারি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে মিয়াজান আলী আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।